গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা
www.cabinet.gov.bd

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির দ্বিতীয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	এম আবদুল আজিজ এনডিসি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
তারিখ	ঃ	৩০ ডিসেম্বর ২০১০
সময়	ঃ	বেলা ৩.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক'

কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি জানান যে, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহকে দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সে কারণে সমগ্র কার্যক্রমটি কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অতঃপর তিনি অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)-কে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত মনিটরিং এর পটভূমি বর্ণনা করতে বলেন। সভার পটভূমি সম্পর্কে অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা) বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক একটি সভা গত ৩১ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচন ও সুবিধাভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহারের মাধ্যমে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। উক্ত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ২৭ এপ্রিল ২০১০ তারিখ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভার সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে গত ২রা জুন ২০১০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সভাপতি এবং ২১টি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সদস্য করে একটি কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়।

০২। গত ১৪/০৭/২০১০ তারিখ কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য গত ১৪/১২/২০১০ তারিখ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিয়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনাক্রমে দেখা যায় যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর এ যাবত কোন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা পাওয়া যায়নি। আরও দেখা যায় যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তথ্যের মধ্যে কর্মসূচির পার্থক্যের কারণে সামঞ্জস্যতা নেই এবং মন্ত্রণালয় গুলোতে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য নেই শুধুমাত্র জেলা ভিত্তিক তথ্য তারা সংরক্ষণ করে থাকে। এসব বিষয় সমন্বয় করা এবং একটি আদর্শ ডাটাবেজ তৈরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

০৩। তিনি আরো জানান যে, প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অধীনে ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৮৭টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচিতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩,৮৪৫ কোটি টাকা, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১৬,৭০৬ কোটি টাকা এবং বর্তমান অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ১৯,৪৯৭ কোটি টাকা যা জাতীয় বাজেটের যথাক্রমে ১৪.৭১%, ১৫.১২% এবং ১৪.৭৫%।

আলোচনা - ১ ঃ ১৪/০৭/২০১০ তারিখের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

১.১(ক) সভায় আলোচনা হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের পার্থক্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি বিভিন্ন হওয়ায় একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় উপনীত হওয়া দুস্কর। এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, তাদের নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট, উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, রিপোর্টিং, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানে পার্থক্য থাকায় নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে একটি সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সচিব উদাহরণ হিসেবে জানান যে, তাঁর বিভাগের কর্মসূচির একটি বিশেষত্ব রয়েছে বিধায় এসব কর্মসূচিতে উপকারভোগীদের বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। সে কারণে তার বিভাগের নিরাপত্তা বেষ্টনীর সংজ্ঞা অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

১.১(খ) সভায় আলোচিত হয় যে, সমগ্র কর্মসূচির বরাদ্দ এবং হিসাব অর্থ বিভাগ হতে পরিচালিত হয় বিধায় উক্ত বিভাগ একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে পারে।

১.২ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আলোচনা করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রতিবেদন একটি Common ফরম্যাট অনুযায়ী প্রদান করা প্রয়োজন। অন্যথায় সমগ্র কর্মসূচির অগ্রগতি বা অর্জন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে না। এ জন্য নিম্নোক্ত ছক ব্যবহার করা যেতে পারে ঃ

নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	কর্মসূচি	বাজেট (কোটি টাকা)		জাতীয় বাজেটে শতকরা হার	ব্যয় (কোটি টাকা)	বরাদ্দের শতকরা হার	উপকারভোগী (লক্ষ)			
			প্রস্তাবিত	সংশোধিত				শ্রম জন	শ্রম দিবস	শ্রম মাস	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
সর্বমোট											

১.৩ (ক) সভায় উপজেলা এবং জেলাভিত্তিক কমিটি গঠনপূর্বক সমগ্র কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন বলে মত পোষণ করা হয়। এ জন্য নিম্নোক্ত ২টি কমিটি কাজ করতে পারে বলে সভায় আলোচিত হয়;

উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি ঃ

ক্রমিক	পদবী		
১।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	-	উপদেষ্টা
২।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
৩।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-	সদস্য
৪।	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	-	সদস্য
৫।	উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা	-	সদস্য
৬।	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
৮।	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ	-	সদস্য
৯।	কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপজেলা কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

কার্য পরিধি ঃ

১। উপকারভোগীর তালিকা চূড়ান্ত এবং উপজেলা পর্যায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

২। নির্ধারিত নীতিমালা অনুসারে উপকারভোগীদের অর্থ/খাদ্য দ্রব্য/অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৩। কর্মসূচির অগ্রগতি মনিটরিং করবে।

৪। উপকারভোগীর একাধিক কর্মসূচির সুবিধা ভোগ বন্ধের ব্যবস্থা নিবে।

৫। কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন যথানিয়মে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

৬। প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

জেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিবীক্ষণ কমিটি

ক্রমিক	পদবী		
১.	জেলা প্রশাসক	–	সভাপতি
২.	নির্বাহী প্রকৌশলী (এলজিইডি)		সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন	–	সদস্য
৪.	উপপরিচালক (কৃষি)	–	সদস্য
৫.	জেলা বন কর্মকর্তা	–	সদস্য
৬.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (মৎস্য)	–	সদস্য

৭.	জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা (প্রাণি সম্পদ)	–	সদস্য
৮.	জেলা আনসার এ্যাডজুটেন্ট	–	সদস্য
৯.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	–	সদস্য
১০.	উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা)	–	সদস্য
১১.	উপপরিচালক (সমাজসেবা)	–	সদস্য
১২.	উপপরিচালক (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর)	–	সদস্য
১৩.	উপপরিচালক (বিআরডিবি)	–	সদস্য
১৪.	জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার	–	সদস্য
১৫.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	–	সদস্য
১৬.	জেলা শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য
১৭.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য
১৮.	জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	–	সদস্য
১৯.	মেয়র, পৌরসভা	–	সদস্য
২০.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	–	সদস্য
২১.	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	–	সদস্য
২২.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	–	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) জেলা পর্যায়ে সকল বিভাগ/দপ্তরসমূহের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট পর্যালোচনা।

(খ) জেলা পর্যায়ে সকল বিভাগ/দপ্তরসমূহের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষা ও সমন্বয়।

(গ) জেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের উপকারভোগী নির্বাচনের নীতি, পদ্ধতি এবং তালিকা পর্যালোচনা।

(ঘ) জেলা পর্যায়ে সার্বিক কার্যাদি পরিবীক্ষণ ও জেলা পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান।

(ঙ) উক্ত কমিটি প্রতি ০৩ (তিন) মাসে একবার সভা আহ্বান করবে এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

আলোচনা - ২ঃ উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়ন

২.১ সভায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্যক দরিদ্র জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সমগ্র দেশব্যাপী উপকারভোগের উপযোগী জনসংখ্যার তালিকা প্রণয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে জানানো হয় যে, তাদের কর্মসূচির স্ব স্ব নীতিমালার অধীনে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তবে মাঠ পর্যায়ে উপকার প্রাপ্য জনসাধারণের নির্ভরযোগ্য কোন তালিকা নেই। সে কারণে উপকারভোগীদের একাধিক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ততা/দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে জনগণকে উপকার প্রদান অনেক ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

২.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সচিব সভাকে জানান যে, সাতক্ষীরা জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নের একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচিটি সফল হলে এ অনুসরণে সমগ্র দেশে উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

২.৩ পরিসংখ্যান বিভাগ হতে সভায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে উপকারভোগী নির্বাচনের উপর একটি Power Point উপস্থাপন করা হয়। এতে কর্মসূচির পটভূমি, উদ্দেশ্য, নির্ণায়ক, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন পদ্ধতি, নতুন তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়া, আবেদনকারী সন্ধান প্রক্রিয়া, তালিকাভুক্তির যোগ্যতা, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারসহ সমগ্র ডাটাবেজ তৈরীর বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। এ কর্মসূচি হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সারাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপকারভোগীদের ডাটাবেজ তৈরী করা হবে বলেও সভাকে জানানো হয়। এতে দুবছর সময় ও ১৬৯.১৬ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলেও পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব সভাকে জানান।

২.৪ স্থানীয় সরকার সচিব সভাকে জানান যে, সারা দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে গ্রামীণ জনসাধারণের পরিবারভিত্তিক ডাটাবেজ করা হয়েছে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য এসব ডাটাবেজ ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয় ও সময়ে তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

২.৫ সভায় আরো আলোচিত হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিগুলোর প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণে সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিতে একক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তালিকা ফরমের মাধ্যমে উপকার ভোগী নির্ধারণ সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে উপকারভোগীর দ্বৈততা পরিহার নিশ্চিত করা দুরূহ হতে পারে। সেজন্য উপকারভোগীর জন্য উপযোগী তালিকা প্রণয়নের সময় এমন কিছু তথ্য সন্নিবেশিত থাকা বাঞ্ছনীয় যা সব কর্মসূচিতে আবশ্যক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাহলে এসব তথ্যের ভিত্তিতে দ্বৈততা পরিহারের পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

২.৬ সভায় আরো আলোচিত হয় যে, উপকারভোগীদের গ্রহণযোগ্য তালিকা প্রণয়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এবং পরিসংখ্যান বিভাগের কাজে সমন্বয় সাধনপূর্বক শেষোক্ত বিভাগকে কাজটি সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

২.৭ সভায় আরও আলোচিত হয় যে, আসন্ন আদমশুমারীর জন্য যে তথ্য ছক ব্যবহারের মাধ্যমে গণনা করা হবে তা থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব সভাকে জানান যে, আদমশুমারীতে যে তথ্য ছক ব্যবহার করা হয় তা এই কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত হবে না। তাছাড়া আদমশুমারীর অনেক তথ্যই প্রকাশ্যে ব্যবহার উপযোগী নয়, সে কারণে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নে নতুন জরিপের প্রয়োজন হবে।

আলোচনা -৩ঃ বিবিধ।

৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট দফতর সমূহের কাজের সমন্বয়ের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন করতে হবে। উক্ত ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ফোকাল পয়েন্টের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা ও সমন্বয় সাধন করবে।

৩.২ সভায় আরও জানানো হয় যে, অর্থ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রতিবেদন চাওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। ফলে কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির সভা আহ্বানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণে বিলম্ব হয়। তাছাড়া সরকারকে কর্মসূচির বিষয়ে হালনাগাদ অগ্রগতি অবহিত করা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতি মাসের ১৫ তারিখে পূর্ববর্তী মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে মত পোষণ করা হয়।

৪। সিদ্ধান্ত

৪.১ অর্থ বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির প্রকৃতি; সামঞ্জস্যতা ও পার্থক্যের বিষয়গুলো বিবেচনা করে একটি গ্রহণীয় সংজ্ঞা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১১ এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৪.২ কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিম্নোক্ত ছক অনুসারে প্রতিমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	কর্মসূচি	বাজেট (কোটি টাকা)		জাতীয় বাজেটে শতকরা হার	ব্যয় (কোটি টাকা)	বরাদ্দের শতকরা হার	উপকারভোগী (লক্ষ)			
			প্রস্তাবিত	সংশোধিত				শ্রম জন	শ্রম দিবস	শ্রম মাস	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
সর্বমোট											